জেলা সংবাদ -এর পর্দায়
COMING SOON
হ্যালো উকিল বাবু
নজর রাখুন
সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে LIVE PROGRAM -এ অংশ গ্রহনে আগ্রহী আইনজীবী
নাম/ঠিকানা/ফোন নং আমাদের 7047030922 Whatsapp করুন।
প্রয়োজনে কথা বলুন ঃ 9883518633
Follow US on Subscribe US on YouTube www.zillasdngbad.com

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 39 ❑ 14 Dec., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

হাইকোর্টের রায় নিয়ে বিস্ফোরক বনগাঁর তৃণমূল পৌরপ্রধান

প্রতিনিধি ঃ বনগাঁর পৌরসভার চেয়ারম্যান তৃণমূলের গোপাল শেঠ কয়েক মাস আগে হাইকোর্টে অভিযোগ করেছিলেন বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারের বিরুদ্ধে। হাইকোর্টে গোপালবাবু আবেদন করেছিলেন, স্বপন বাবু ২০২১ সালে ভোটের সময় যে শিক্ষাগত শংসাপত্রটি জমা দিয়েছিলেন সেটি ভুয়ো। ফলে এই অভিযোগের বিষয়টি রাজ্যপালকে দিয়ে তদন্ত করানো হোক।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের ভোটে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় স্বপনবাবু অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ শংসাপত্র জমা দিয়েছিলেন। ভোটে তার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তৃণমূলের আলোর রানী সরকার। ভোটে হারার পর তিনিও স্বপনবুর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন। ওই মামলা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ এবং ডিভিশন বেঞ্চ খারিজ করে দিয়েছিল। গোপাল বাবুর করা মামলাটিও শুক্রবার খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ।

সোমবার স্বপনবাবু গোপালনগরের পাল্লায় নিজের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে তিনি দাবি করেন, বনগাঁর পৌরপ্রধান গোপাল শেঠের করা মামলা শুক্রবার হাই কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, একই মামলার শুনানি আগে সিঙ্গেল বেঞ্চ ও ডিভিশন বেঞ্চে হয়েছিল। ফলে নতুন করে এই মামলার আর প্রয়োজন নেই। স্বপন বাবুর দাবি, 'বাবার নাম ভাঙিয়ে গোপাল শেঠ রাজনীতি করেন, তার এসব নিয়মকানুন জানার কথা নয়। শীঘ্রই তিনি জেলে যাবেন।

মামলা খারিজের বিষয় নিয়ে গোপাল বাবু বলেন, ' মামলার শুনানির সময় স্বপন বাবুর হয়ে কোন আইনজীবী দাঁড়াননি। অথচ বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য রায়ে জানিয়েছেন একজন আইনজীবী দাঁড়িয়েছিলেন ,তিনি শুনানিতে অংশগ্রহণও করেছিলেন। যা শুধু বাংলায় নয়, এই রায় গোটা পৃথিবীর কাছে বিস্ময়। স্বপন বাবুর মন্তব্য নিয়ে গোপাল শেঠ বলেন ' উনি অষ্টম শ্রেণীর শংসাপত্র জালিয়াতি করেছেন। ওই শংসাপত্র দেখিয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করেছেন। ওর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হবে এবং উনি জেলে যাবেন। প্রয়োজনে ডিভিশন বেঞ্চ সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাব।

গ্রামে গ্রামে গঠিত হবে শিশু সুরক্ষা কমিটি

নীরেশ ভৌমিক ঃ গ্রাম ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা সমিতি গঠনের লক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় গাইঘাটা ব্লকে। গত ১৩ ডিসেম্বর ব্লকের সৃষ্টি হলে অনুষ্ঠিত সভায় বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের নবাগত বিডিও নীলাদ্রি সরকার, জয়েন্ট বিডিও কার্তিক রায়, পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি ইলা বাক্চি ও গোবিন্দ দাস, মধুসূদন সিংহ তাপসী ঘোষ ব্লকের বি এম ও এইচ সুজন গাইন, গাইঘাটা থানার পুলিশ আধিকারিক শ্রাবনী বিশ্বাস ও ব্লকের সমাজ কল্যান আধিকারিক বিশ্বজিৎ ঘোষ প্রমুখ। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের অঙ্গন ওয়াড়ি ও আশা কর্মী সমাজসেবি সংগঠনের সদস্য শিক্ষক, ও পঞ্চায়েতের প্রধানগণ।

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁদের বক্তব্যে শিশু শ্রমিক, বাল্যবিবাহ এবং শিশু ও নারীপাচার সমাজের এই কলঙ্কজনক বিষয় গুলি দূরীকরনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহনের কথা বলেন। বক্তব্য রাখেন আই সি ডি এস এর সুপার ভাইজার ভারতী দেবী, সমাজ সেবি সংস্থা লাইট হাউস সোসাইটির শুভঙ্কর সরকার, চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস এবং বারাসাত উন্নয়ন প্রস্তুতির কোঅর্ডিনেটর প্রমুখ সকলেই তাঁদের বক্তব্যে সমাজের এই সমস্ত ক্ষতিকারক বিষয়গুলি দূর করতে মানুষজনের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর কথা বলেন। শিশুর যাবতীয় অধিকার যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সমাজকল্যান অধিকারিক বিশ্বজিৎ ঘোষ জানান, সকল শিশুর অধিকার রক্ষায় গ্রাম, অঞ্চল ও ব্লক ভিত্তিক কমিটি গঠন করতে হবে এবং কমিটির সক্রিয়তা বাড়াতে হবে। জয়েন্ট বিডিও কার্তিক বাবু বলেন, বাল্য বিবাহ রোধে কন্যাশ্রী ক্লাবগুলোকে আরোও সক্রিয় করে তুলতে হবে বিডিও শ্রী সরকার ও সভাপতি ইলাদেবী বলেন ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে ৩ টি স্তরেই শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন করে ফেলতে হবে। শিশুর অধিকার যাতে খর্ব না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তবে সভার শিশুদের সমস্যর চেয়ে নারী পাচার ও বাল্য বিবাহ বিষয়ে অধিক আলোচনা হয়।

কনের উদ্যোগে বিয়ে বাড়িতে রক্তদান উৎসব

প্রতিনিধি : দুর্ঘটনায় দাদার মৃত্যু যুবতীর মনে প্রভাব ফেলেছিল। তারপর থেকেই রক্তদানে ব্রতী হয়েছিলেন। রক্তদান শিবিরে গিয়ে বহুবার রক্ত দিয়েছেন তিনি। এবার নিজের বিয়ে উপলক্ষে বিয়ের প্যান্ডেলেই রক্তদান শিবির করে বড়দের আশীর্বাদ নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছে বছর ২৮ এর আইনজীবী সঞ্চিতা রায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বনগাঁ কালপুরের বিয়ের মন্ডপে এই রক্তদান শিবিরের রক্ত দিলেন বিয়েতে আসা আত্মীয় পরিজন ও প্রতিবেশীরা।

কালুপুর বাজারে যশোর পাশে বিয়ে বাড়ির মণ্ডপ। বাড়ির ছাদে উঠোনে প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছে। তার ভেতরে ঢুকতেই দেখা গেল সারিবদ্ধভাবে বেড সাজানো রয়েছে। শুয়ে রয়েছে রক্ত দাতারা। আশেপাশে ভিড় করে রয়েছে বাড়িতে আশা আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীরা। একে একে রক্ত দিচ্ছেন তারা। রক্তদান শেষে তাদের হাতে একটি করে ব্যাগ দিচ্ছেন কনে। খাওয়ানো হচ্ছে ঠান্ডা পানীয়, চিলি চিকেন, ফ্রায়েড-রাইস আরো কত কী!

সঞ্চয়িতা পেশায় আইনজীবী। ক্রিমিনোলজি নিয়ে মাস্টার ডিগ্রী করেছেন। বাবা নিরুদ্দেশ হওয়ায় দুই বোন ছোটবেলা থেকেই মায়ের কাছে মানুষ। মা ললিতা রায় কঠিন পরিশ্রম করে দুই বোনকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। সম্প্রতি তার বিয়ে ঠিক হয়েছে গোপালনগর থানার চালকি এলাকার অঞ্জয় আইচ নামে এক যুবকের সঙ্গে। দিদির উদ্যোগে সামিল হয়ে তার পাশে দাঁড়িয়েছে ছোট বোন।

এদিন বিয়ের আগে রক্তদান শিবিরে রক্ত দিতে সঞ্চয়িতার আমন্ত্রণে হাজির হয়েছেন তার হবু বর অঞ্জয় আইচ। সঞ্চীয়তাঞ্জয় পাশাপাশি বেডে শুয়ে রক্ত দিলেন। হবু বউয়ের উদ্যোগে খুশি তিনি। বনগাঁ ব্লাড ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক গোপাল পোদ্দার বলেন ' শ্রাদ্ধ বাড়ি জন্মদিন বাড়িতে আগে রক্তদান শিবির হয়েছে। কিন্তু বিয়ে বাড়িতে কনের উদ্যোগে এমন রক্তদান শিবিরের ঘটনা আমার জীবনে প্রথম। এতে মানুষের মধ্যে রক্তদানে আগ্রহ বাড়বে, রক্তের সংকট কমে যাবে। সঞ্চীয়তা বলেন 'বেশ কয়েকবার বছর আগে দুর্ঘটনায় দাদার মৃত্যু হয়। রক্তের প্রয়োজন ছিল কিন্তু রক্ত যোগাড় করার আগেই দাদা আমাদের ছেড়ে চলে যায়। তারপর থেকে নিয়মিত রক্ত দেওয়ার ইচ্ছা পূরণ করে আসছি বিভিন্ন শিবিরে রক্ত দিয়ে। আমার ইচ্ছা ও মায়ের ইচ্ছাকে মান্যতা দিয়ে এই উদ্যোগ। রক্তদান শিবির করে রক্ত সংকট পূরণের ছোট্ট ভূমিকা নিলাম। সঞ্চয়িতার এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবার প্রতিবেশী সহ চিকিৎসক মহল। তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বনগাঁ ব্লাড ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক গোপাল পোদ্দার।

সুপারভাইজারকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ তৃণমূল জেলা সভাপতির

প্রতিনিধি ঃ লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেছে। মঙ্গলবার তিনি গিয়েছিলেন বাগদার আষাঢ়ু গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলধরপুর গ্রামে।

সেখানে পঞ্চায়েতের এক সুপারভাইজার সম্পর্কে মানুষের কাছ থেকে অভিযোগ শুনে তাকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন পঞ্চায়েত প্রধানকে। মঙ্গলবার সকালে বিশ্বজিৎ বাবু যান পুরধরপুর গ্রামে। সঙ্গে ছিলেন আষাঢ়ু গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা মন্ডল। পঞ্চায়েত প্রধানকে নিয়ে বিশ্বজিৎবাবু গ্রামে ঘুরে ঘুরে মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শোনেন। ওই সময় আষাঢ়ু গ্রাম পঞ্চায়েতের সুপারভাইজার শঙ্কর কুমার গাইন এর বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষোভ উগরে দেন। তারা বিধায়কের কাছে অভিযোগ করেন, ঐ ব্যক্তির আচার-আচরণ খুব খারাপ। লাকার উন্নয়ন তিনি সঠিকভাবে করেন না। এখানকার অভাব অভিযোগের কথা পঞ্চায়েতে পৌঁছে দেন না।

এ কথা শুনে বিশ্বজিৎবাবু পাশে থাকা সুমনা দেবীকে নির্দেশ দেন সুপারভাইজারের পদ থেকে শংকর বাবুকে দ্রুত সরিয়ে দিতে। শংকরবাবু এলাকার তৃণমূল নেতা। ওই এলাকায় পঞ্চায়েত

চতুর্থ পাতায়...

সীমান্তের বেড়ার উপর দিয়ে সোনা ছুড়ে পাচারের চেষ্টা, কোটি টাকার সোনাসহ ধৃত মহিলা

প্রতিনিধি ঃ বাংলাদেশের দিক থেকে সীমান্তের তারকাঁটার উপর দিয়ে ভারতের গ্রামে দুটি প্যাকেট ছুড়ে মেরেছিল পাচারকারীরা। শব্দ পেয়ে সীমান্তরক্ষী জওয়ানেরা ছুটে গিয়ে সেই প্যাকেট দুটি উদ্ধার করে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হল সোনার বিস্কুট। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পেট্রাপোল থানার জয়ন্তীপুর এলাকায়।

বিএসএফ জানিয়েছে, বাদামি রঙের টেপে মোড়ানো দুটি প্যাকেটের মধ্য থেকে পাঁচটি বিভিন্ন আকারের সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে। যার ওজন প্রায় ১৫০৮ গ্রাম। ভারতীয় বাজার মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা।

সোনা পাচারের অভিযোগে জয়ন্তীপুর গ্রামের শাকিলা মন্ডল নামে এক মহিলাকে আটক করেছে বিএসএফ। চতুর্থ পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
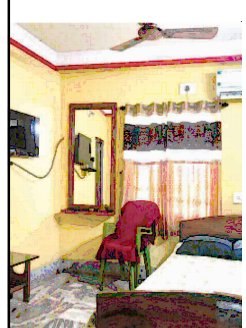
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ৩৯ ❐ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

একটা সুস্থ পরিবেশই সুস্থ সমাজের চাবিকাঠি

পরিবেশ শব্দের সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। এই পরিবেশের প্রভাব ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বাড়ি থেকে শুরু করে বৃহত্তর অর্থে দেশ বা রাষ্ট্রের উপর সমান ভাবে বিস্তার করে। আর এই পরিবেশই একটা শিশু থেকে একটা পূর্ণ বয়স্ক মানুষের কর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করে। একটা সুস্থ পরিবেশ একটা শিশুকে সঠিক মানুষ হতে সাহায্য করে। আবার একটা অফিসের সুস্থ পরিবেশ একটা কর্মীকে সঠিকভাবে কাজ করতে সহযোগিতা করে। পরিবেশ বললে আমাদের চারপাশের গাছপালা-জীবজন্তু সবকিছুকেই বোঝায়। সেক্ষেত্রে আমরা যদি গাছপালা বা অন্য জীবজন্তু বাদ দিয়ে শুধু মানুষ নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে বিষয়টা বেশি করে পরিস্কার হয়। বর্তমান সময়ে কোন দম্পতি সন্তান গ্রহনের পূর্বে কোন প্রসূতি বিশেষজ্ঞের নিকট গেলে বারবার বলেন, ওই দম্পতিকে মানসিকভাবে স্থির হতে হবে। অর্থাৎ মানসিক ভাবে সুস্থ হতে হবে। না হলে একটা অসুস্থ মানসিকতার শিশু জন্ম নেবে এবং ঐ শিশু থেকে সমাজে কু-প্রভাব পড়বে। এক্ষেত্রে সুস্থ মানসিকতা বলতে আপাতভাবে ঝগড়া-বিবাদ বা সামাজিক অপকর্ম থেকে বিরত থাকা মানসিকতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এবার আসা যাক কর্মক্ষেত্রের পরিবেশে। প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রেই একজন 'বস্' থাকেন। অধঃস্তন কর্মীগণ সেই 'বস্'-এর অধীনেই কাজ করেন। মাঝে মধ্যেই লোকমুখে শোনা যায়— এমন একজন বস্ এসেছে... কাজই করা যায় না! এক্ষেত্রে বস্-এর মানসিকতাকে সুস্থ হতে হবে। তা না হয়ে যদি তিনি অস্থির মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ হন, তাহলে অধঃস্তন কর্মীদের উপর বিনা কারণে খিট্ খিট্ করতেই থাকবেন। তাহলে কাজের পরিবেশই নষ্ট হয়ে পড়বে। সামগ্রিক ভাবে ক্ষতি হবে দেশ বা রাষ্ট্রের। আর দেশ বা রাষ্ট্রের ক্ষতি হলে আসলে ক্ষতি হবে সাধারণ জনগণেরই। তাই দেশ বা রাষ্ট্রকে বৃহত্তম ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে হলে প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রের উচ্চপদে বসানো উচিত একজন বিজ্ঞ সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন মানুষকে। কারণ একজন সুস্থ মানসিকতার মানুষই পারে একটা সুস্থ পরিবেশ উপহার দিতে। আর একটা সুস্থ পরিবেশ সমাজ, বৃহত্তর অর্থে রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে।

হারিয়ে যাচ্ছে কবিগান ও তার জমজমাট আসর

নির্মল বিশ্বাস

একাধিক সংখ্যক বাংলার কবিয়াল জনপ্রিয় ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত কেবলমাত্র বীরভূম জেলাতেই প্রায় শ'তিনেক খ্যাতনামা কবিয়াল ছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্ব প্রাচীন কবিয়াল ছিলেন গোঁজলা গুঁই (আনুমাণিক ১৭০৪ খৃঃ)। তাঁর একটিমাত্র গান কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংগ্রহে রয়েছে। খুব সম্ভবত তিনি পেশাদার কবি গানের দল গঠন করেন। তিনি টপ্পা রীতিতে ও টাঁকার সংগীতে কবিগান পরিবেশন করতেন। তাঁর শিষ্যগণ ছিল লালু নন্দলাল, কেষ্ট মুচি, রঘুনাথ দাস ও রামজি।

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের কবিয়ালরা হলেন বলহরি দে (১৭৪৩-১৮৪৯), শম্ভুনাথ মণ্ডল (১৭৭৩-১৮৩৩),তারকচন্দ্র সরকার (১৮৪৫-১৯৪০), রমেশচন্দ্র শীল (১৮৯২-১৯৭৪), বিনয়কৃষ্ণ অধিকারী (১৯০৩-১৯৮৫), স্বরূপেন্দু সরকার (১৯৩০-২০০৯) গৌতম মজুমদার (১৯৭৪-২০১৯), সাতু রায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, বিজয় সরকার, নিশিকান্ত সরকার, অসীম সরকার ও নির্মল সরকার।

অতীতে হারু ঠাকুরের আর এক শিষ্য হলেন রামপ্রসাদ ঠাকুর। অনেকের মতে, কবি গানের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর ছিলেন রামজীর শিষ্য রাম বসু। তবে কবিয়াল হিসাবে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছিলেন অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি (কবিয়াল) বা হ্যারসম্যান অ্যান্টনি (১৭৮৬- ১৮৩৬)। যিনি প্রথম ইউরোপীয় বাংলা ভাষার কবিয়াল। তিনি একজন পর্তুগিজ হয়েও বাংলা কবিগায়ক হিসাবে বিখ্যাত হন।

এই জাতীয় জনপ্রিয় বিনোদন অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুভব করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কবি গায়ক ভোলা ময়রার বিশেষ প্রশংসা করে তিনি বলেন, "বাংলাকে জাগাতে যেমন, রামগোপাল ঘোষের মত বাগ্মী, হুতোম প্যাঁচার মত আমুদে লোকের প্রয়োজন, তেমনি ভোলা ময়রার মত মৌলিক গায়কদের।"

চারণ কবি মুকুন্দ দাস প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন কবিয়াল ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করতে গান রচনা করতেন। তাঁকে চরিত্রের কিছু অংশ দেখা যায় বাংলা সিনেমা "বালিকা বধূ"তে। সিনেমায় চারণ কবি মুকুন্দ দাসের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে মুকুন্দ দাসের গান কীভাবে জনসাধারণকে প্রভাভিত করেছিল সেটা এই সিনেমাতে ফুটে উঠেছে।

আবার এক বিখ্যাত কবিয়াল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ছিলেন জন্মসূত্রে পর্তুগিজ। তাঁর জীবনী অবলম্বনে দুটি জনপ্রিয় সিনেমা তৈরি হয়েছে। একটি ছবির নাম "অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি"। এই ছবির নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার। অপর সিনেমাটির নাম হল "জাতিস্মর"। সেখানে অ্যান্টনির ভূমিকায় ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তেমনই ভোলা ময়রার জীবনী অবলম্বনেও "ভোলা ময়রা" নামে একটি সিনেমা তৈরি হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ কবিগানের মূল কেন্দ্র হলেও পূর্ববঙ্গে এর অস্তিত্ব যথেষ্টই ছিল। ময়মনসিংহের রামু মালী, ফরিদপুরের নারায়ণ বালা, বরিশালের বিজয় দত্ত এবং গঙ্গামণি দাসী, ত্রিপুরার হরি আচার্য ও বিলাসিনী দাসীর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে ইংরেজি সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলার শ্রোতাদেরও রুচির পরিবর্তন ঘটে। বিলুপ্তি ঘটে কবি গানের ধারার। কবিগান হল একেবারেই বাংলার নিজস্ব। সবচেয়ে প্রাচীনতম লোক সংস্কৃতি।

ইতিহাস ঘাটলে খুঁজে পাওয়া যায়, ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দের আগে গাঁজলা গুঁই নামে এক কবিয়াল ছিলেন। তবে তাঁর গান এখন আর পাওয়া যায় না। তাঁর একটি গানের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তাও অস্পষ্ট। ১৭৬০ সাল থেকেই কবিগানের শুরু। অবশ্যএই রাজ অনুগ্রহে। যা কিছু প্রাচীন তার পৃষ্ঠপোষক অবশ্যই সমাজতন্ত্র এবং রাজন্য বর্গ। কিন্তু কবিকুল যতই রাজার ছত্রছায়ায় থাকুক না কেন তাঁদের নিজস্ব সত্তা কিন্তু কখনই হাড়িয়ে যায়নি সিংহাসনের আড়ালে। **সমাপ্ত...**

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস

অজয় মজুমদার

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস হল একটি আন্তর্জাতিক দিন। আজ দারিদ্র্য বিশ্বের সবচেয়ে গুরুতর মানবাধিকার চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিরাজ করছে। দারিদ্র্য-বঞ্চনা এবং বর্জনের সাথে লড়াই করা দাতব্য বিষয় নয় এবং এটি একটি দেশ কতটা ধনী তার উপর নির্ভর করে না। মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতার বিষয় হিসাবে দারিদ্র্যকে মোকাবিলা করার মাধ্যমে বিশ্ব আমাদের জীবদ্দশায় এই দুর্ভোগ দূর করার আরো ভালো সুযোগ পাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ একটি অর্জন যোগ্য লক্ষ্য।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে নতুন রূপে তৈরি জাতিসংঘের অন্যতম বৃহৎ অর্জন। ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৩১৭তম পূর্ণ অধিবেশনে ৪২৩(৫) অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সদস্য ভুক্ত দেশ সহ আগ্রহী সংস্থাগুলোকে দিনটি তাদের মত করে উদযাপনের আহ্বান জানানো হয়।

মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে সভা সমাবেশ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন ধরনের তথ্যচিত্র কিম্বা চলচ্চিত্র প্রদর্শনী প্রধানত এ দিনের সাধারণ ঘটনা। ঐতিহাসিক ভাবে ১০ই ডিসেম্বরকে কেন্দ্র করে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর জাতিসংঘের মানবাধিকার ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মানবাধিকার দিবসটি মানবাধিকারের সমর্থনে বিক্ষোভ এবং অন্যান্য বিক্ষোভের উপলক্ষ হিসাবেও কাজ করেছে। বিশেষ করে যে দেশগুলি প্রায়শই অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ১৯৭৯ সালে তাইওয়ানের কাও-সিয়ুং- এ মানবাধিকার দিবসের বিক্ষোভের সময় সহিংসতা এবং বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার ও কারাবরণ, তাইওয়ানের গণতান্ত্রিকরণ প্রক্রিয়ায় অবদান রাখে। একইভাবে ব্যাপক বিক্ষোভের একটি সিরিজ (১৯৮৯)সালে মানবাধিকার দিবসে শুরু হওয়া মঙ্গোলিয়া, পরের বছর সেই দেশের কমিউনিস্ট সরকারের পতন ঘটাতে সাহায্য করেছিল।

১০ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের গ্রহণ ও ঘোষণাকে সম্মান করার জন্য তারিখটি বেছে নেওয়া হয়েছিল। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা (UDHR) মানবাধিকার প্রথম বিশ্বব্যাপী ঘোষণা এবং নতুনদের প্রথম বড় অর্জনগুলির মধ্যে একটি।

মানবাধিকার পালন : দক্ষিণ আফ্রিকায় একুশে মার্চ মানবাধিকার দিবস পালিত হয়। একুশে মার্চ ১৯৬০ সালে সংঘটিত শার্পভিল গণহত্যার স্মরণে। তাই গণহত্যাটি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ঘটেছিল। উনিশে আগস্ট ২০২২ নম-পেন এবং কম্বোডিয়ার আশেপাশে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার উদযাপন করা হয়েছিল। ১০ই ডিসেম্বর ২০০৯ মানবাধিকার ঘোষণার ৬১ তম বার্ষিকী হিসাবে চিহ্নিত ওয়াশিংটন ডিভিনিতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের টম ম্যালিনোস্কি মন্তব্য করেছেন, গত ৪০ বছরে মানবাধিকার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। ১৯৬৯ সালে জুন মাসে নিউইয়র্ক সিটির গ্রিনউইচ গ্রামে , স্টোনওয়াল ইন-এ ২৪ শে জুন ভোরবেলা পুলিশ এল জি বি টি কিউ সম্প্রদায়ের তরুণ সদস্যদের জন্য এই জনপ্রিয় সমাবেশ স্থলে অভিযান চালায়- অধিকার আন্দোলনকে প্রজ্জ্বলিত করে। স্টোন-ওয়াল দাঙ্গার চার বছর আগে ফিলাডেলফিয়ার কর্মীরা ৪ জুলাই বার্ষিক অনুস্মারক হিসেবে স্বাধীনতা হলের বাইরে বিক্ষোভ করেছিল। সমকামী এবং লেসবিয়ানদের নাগরিকত্বের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেস। নেলসন ম্যান্ডেলা ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৬ এ তার দেশের প্রথম স্থায়ী বর্ণবাদ পরবর্তী সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। একই সময় ১৯৯৫ সাল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা একুশে মার্চ ১৯৬০ সালের বার্ষিকীতে মানবাধিকার দিবস হিসাবে পরিচিত একটি জাতীয় সরকারী ছুটি পালন করে। শার্প -ভিল গণহত্যাকে স্মরণ করে ও ১৯৬৮ সাল থেকে জাতিসংঘ মানবাধিকারের আন্ত র্জাতিক বছর হিসাবে মনোনীত করেছে। মানবাধিকার দিবসে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের পুরস্কার প্রদান করেছে।

মানবাধিকার মুক্তচিন্তার মৌলিক বিকাশে অবদানের জন্য ব্যক্তি কিংবা সংগঠনকে পুরস্কার প্রদান : মানবাধিকার কে গুরুত্ব দিতে এবং মুক্তচিন্তা প্রস্ফুটিত করতে যিনি বা যে সকল প্রতিষ্ঠান জীবন সংগ্রাম করেছে তাদের সম্মানিত করাতে এ পুরস্কার দেয়া হয়। মানবাধিকার ও স্বাধীনতা বিষয়ে আজীবন সোচ্চার ছিলেন আদ্রে শাখারভ। ১৯৮৫ সাল থেকে শাখারভ পুরস্কার প্রদান করা হয় সেইসব ব্যক্তি বা সংগঠনকে যারা মানবাধিকার মুক্তচিন্তার মৌলিক বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন।

বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশ তাদের সংবিধানেও মানবাধিকার বিষয়গুলি তুলে ধরেছে। বিভিন্ন বিষয়ে জাতিসংঘের অনেক সনদ থাকলেও মানবাধিকারের মত এতো জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ আর কোন বিশ্ব দলিল নেই ও সম্ভবত জাতিসংঘ সনদের চেয়েও মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা পত্রটি বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অনেক দেশে মানবাধিকারের মানদন্ড নির্ণয় ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই দলিলটি রেফারেন্স হিসাবে কাজ করে।

মানবাধিকারের এই সনদটির বয়স ৭৩ বছর। এই ৭৩ বছরে বিশ্বের মানবাধিকারের ধারণা ও সূচকের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় মানবাধিকার এর সনদ ও জাতিসংঘ। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর বিশ্ব বড় কোন যুদ্ধের মুখোমুখি হয়নি। বলা যায় এটিই জাতিসংঘের বড় অর্জন। তাকে বৈশ্বিক শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্তরালে জাতিসংঘ সনদ ও মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রই কাজ করেছে। ভারতে আজও মানবাধিকার সুরক্ষিত নয়। ভারতে মানবাধিকার রক্ষার পথে প্রধান বাধা হলো ধন বৈষম্য ও দারিদ্র্য। দেশের বহু মানুষ এখনো দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে ও বহু মানুষ অনাহারে মারা যায়। তাদের জন্য অন্ন, আশ্রয়, চিকিৎসা, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করতে পারলে মানবাধিকার রক্ষা করা সম্ভব নয়। আর মানবাধিকার দিবস বছরে একদিন কেন, প্রতিদিনই মানবাধিকার দিবস হওয়ায় কথা এবং এটাই সত্য।

ভারতের মানবাধিকার একটি সমস্যা। কারণ দেশের বিশাল আকার এবং জনসংখ্যার পাশাপাশি এর বৈচিত্রময় সাংস্কৃতির দ্বারা জটিল। ভারতের সংবিধান মৌলিক অধিকার প্রদান করে। যার মধ্যে রয়েছে ধর্মের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, দেশ-বিদেশে চলাফেরার স্বাধীনতা। মানবাধিকার বিষয়গুলি দেখার জন্য পৃথক সংস্থা রয়েছে।

শশাডাঙ্গা প্রাথমিকে আহার ঘরের উদ্বোধন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটা চক্রের উল্লেখযোগ্য শশাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চায়েত সমিতি প্রদত্ত প্রায় চার লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত পড়ুয়াদের মধ্যাহ্নকালীন আহার ঘরের উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি। গত ১২ ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সভাপতি শ্রীমতী বাক্চি ফিতে কেটে নবনির্মিত আহার ঘরের উদ্বোধন করেন। ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নিরুপম রায় মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ অঞ্জনা বৈদ্যগ্রাম শিক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান তপতী ঘোষ, শিক্ষানুরাগি মৃত্যুঞ্জয় সরদার প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন পুড়ুয়াদের অভিভাবক সহ গ্রামবাসীগণ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

বাবুলাল সরকার সকলকে স্বাগত জানান। সহকর্মী শিক্ষক শিক্ষিকাগণ আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে পুষ্পস্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। ছোট বড় সকল পড়ুয়াগণ সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে সংগীত নৃত্য ও ছড়ার গানে শ্রদ্ধা সম্মান জানান। এরপর আহার ঘরে সমবেত ছাত্র ছাত্রীদের পাতে ভাত, ডাল ও ডিমের কারি তুলে দেন সভাপতি শ্রীমতী বাক্চি সহ সমিতির কর্মাধ্যক্ষগণ। সভাপতি ইলা দেবী সকলেই বিদ্যালয়ের সঠিক উন্নয়নে শিক্ষক শিক্ষার্থীগণের অসামান্য অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

গঠিত হল ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি মন্দিরের নতুন কমিটি

সংবাদদাতা ঃ গত ১০ ডিসেম্বর চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া কালীবাড়ির কালিমন্দিরে ধর্মপ্রান গ্রামবাসীগণের উপস্থিতিতে নতুন মন্দির কমিটি গঠিত হয়। এদিন মধ্যাহ্নে মন্দির অঙ্গনে প্রবীণ গ্রামবাসী ব্রজগোপাল মজুমদারের পৌরোহিত্যে বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিগত পরিচালন সমিতির সভাপতি নন্দন কৃষ্ণ মজুমদার বিদায়ী ভাষণ দান করেন। সম্পাদক সুজন সরকার ও কোষাধ্যক্ষ সৈকত মন্দিরের সঠিক উন্নয়ন তুলে ধরে আয় ও ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন।

বক্তব্য শেষে সর্বসম্মতভাবে নতুন মন্দির কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি শ্রী গৌতম লোধ, সহ সভাপতি শ্রী নির্মল পাল, সম্পাদক শ্রী সৈকত দাস, সহ সম্পাদক শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী (মিঠু), কোষাধ্যক্ষ শ্রী সুজন সরকার হিসাব রক্ষক শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ।

মোদির সংকল্প যাত্রা শুরু বনগাঁয়, কটাক্ষ তৃণমূলের

প্রতিনিধি ঃ ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এগোতে চাইছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। দেশের প্রতিটি কোণায় প্রতিটি প্রান্তে কেন্দ্র সরকারের একাধিক জনমুখী প্রকল্প পৌঁছে দিতে সুসজ্জিত ট্যাবলোর মাধ্যমে ভারত বিকশিত সংকল্প যাত্রা শুরু করলো কেন্দ্র সরকার। শনিবার রাজ্যের ৪২ টা লোকসভার মধ্যে বনগাঁ লোকসভার অন্তর্গত গাইঘাটা বিধানসভার চাঁদপাড়া থেকে শুরু হল বিকশিত সংকল্প যাত্রা। এদিন দুপুর ১২:১৫ চাঁদপাড়া বাজারে পৌঁছে যায় প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত সংকল্প যাত্রার গাড়ি। এই দিনের এই যাত্রার শুভ উদ্বোধন করলেন বনগাঁ লোকসভা সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। সঙ্গে ছিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মন্ডল সহ বিজেপির কয়েকশো নেতা কর্মী। এদিন বিকশিত সংকল্প যাত্রার গাড়িতে বড় জায়ান্ট স্ক্রিনে চলল প্রধানমন্ত্রীর জনসংযোগের একাধিক জনমুখী প্রকল্পের কর্মসূচি। আবাস, ১০০ দিনের কাজ, রাস্তা আরো কত কী! উন্নয়নের সাধ পেয়েছেন দেশের প্রান্তিক মানুষ। উদ্বোধন শেষে শান্তনু ঠাকুর বলেন, ২০২৪ এর প্রধানমন্ত্রী সংকল্পকে বাস্তবায়ন করতে গোটা দেশের পাশাপাশি এই রাজ্যের ৪২টি লোকসভার প্রতিটি গ্রামে প্রতিটি শহরে এই বিকশিত সংকল্প যাত্রার গাড়ি ঘুরবে। আগামী ২৬ শে জানুয়ারি পর্যন্ত এই প্রচার কর্মসূচি চলবে। ভোট এলেই বিজেপি নেতাদের দেখা যায়, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ক্ষমতা আমাদের কাছে নেই। কেন্দ্র সরকার যে উন্নয়ন প্রকল্পগুলি চালু করেছে তা রাজ্যের প্রতিটি মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। এই রাজ্যের সরকার চুরি করে তোলাবাজি করে। সেইসব প্রকল্প থেকে মানুষকে বঞ্চিত করছে। এই সংকল্প যাত্রাকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'বিজেপিকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে, পাঁচ বছর ওদেরকে দেখা যায়নি, এখন মানুষের সঙ্গে মিশতে চাইছে।'

সাংস্কৃতিক পরিষদে মঞ্চস্থ হল নাটক 'যখন পঁচাত্তর'

নীরেশ ভৌমিক ঃ ঠাকুরনগর সংস্কৃতিক পরিষদের আহ্বানে গত ৮ ডিসেম্বর নাটক করে গেলেন কলকাতার বাদল সরকার নাট্যর্চচাকেন্দ্রের শিল্পীরা।

এদিন অপরাহ্নে পরিষদের মঞ্চে পরিবেশিত হয় সংস্থার সাম্প্রতিক প্রযোজনা যখন পঁচাত্তর। আন্দামানের সেলুলার জেল পরিদর্শনে যাওয়া কয়েকজন পর্যটক এর চিন্তাভাবনা, দেশের স্বাধীনতার জন্য কারাবাস, বিট্রিশ শাসকের নির্মম অত্যাচার, বিপ্লবীদের সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয়গুলি নাটকে উঠে আসে।

শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামী সাভারকার, ভগৎ সিংহ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীদের আপোষহীন সংগ্রাম সেই সঙ্গে স্বাধীনতা লাভ, দেশভাগ, পুঁজিবাদ, ফ্যাসিবাদ, প্রকৃতি, পরিবেশ, কর্পোরেট সংস্থাগুলির একাধিপত্য দেশবাসীর অভাব অভিযোগ ইত্যাদি নাটকটিতে স্থান পেয়েছে। বেড়াতে নয়, আন্দামানের সেলুলার জেল ও জেলে থাকা বিপ্লবীদের খবর নিতে আসা এক তরুনী সেলুলার জেলে দেশের স্বাধীনতার লড়াইতে অংশ নেওয়া বিপ্লবীদের নাম বা কোন মূর্তি না দেখতে পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। স্মরণ করেন স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন পূরণ না হওয়ায় পর্যটকগণ আওয়াজ তোলেন— শুরু হোক আবার স্বাধীনতার জন্য লড়াই।

দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বৎসর এবং অমৃত মহোৎসবের পরেও দেশবাসীর দারিদ্র্য বেকারত্ব পুঁজিবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে ফের সংগ্রামের ডাক নাটকটিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। মিনিট ৫০ এর রুদ্ধশ্বাস নাটকটি সমবেত দর্শকদের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায়।

নাট্যমিলন গোষ্ঠির নাট্য সেমিনার অনুষ্ঠিত

সঞ্জিত সাহা ঃ গত ১০ ডিসেম্বর শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠির ব্যবস্থাপনায় এবং ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকুল্যে অনুষ্ঠিত হয় এক নাট্য

আলোচনা। আমরা যে থিয়েটার করছি সেটা কি সঠিক পথে করছি? শীর্ষক আলোচনা চক্রে অংশ নেন, কলকাতার ব্রাত্য সারথি ও প্রেক্ষাপট নাট্য সংস্থা, হাবড়ার নান্দনিক, ঠাকুরনগরের থিয়েট্রিক্স, গাইঘাটার বাগনা আলোনাট্য সংস্থার পরিচালকগন। আয়োজক নাট্যমিলন গোষ্ঠির পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে পুস্পস্তবকে বরণ করে নেওয়া হয়।

বিশিষ্ট বক্তাগন আলোচনায় অংশ নিয়ে থিয়েটার পরিবেশনার বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন এবং সেই সঙ্গে দর্শকের অপ্রতুলতার কথা উঠে আসে। নাট্য মিলন গোষ্ঠির বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, নাট্যকর্মীদের সৈনিকের মতো কাজ করলে হবে না, হতে হবে প্রকৃত নাট্যকর্মী। বাড়াতে হবে নাট্য আন্দোলনের গতি। ব্রাত্য সারথির পরিচালক সৌমেন দাসের সঞ্চালনায় নাট্যমিলন গোষ্ঠী আয়োজিত এদিনের নাট্য আলোচনা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

সাইকেল প্রদান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১২ ডিসেম্বর গাইঘাটা ব্লকে স্কুল পড়ুয়া মেয়েদের সাইকেল প্রদান করা হয়। এদিন মধ্যাহ্নে উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাইকেল প্রদান অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করার পরই সারা রাজ্যের সাথে গাইঘাটা ব্লকেও সাইকেল প্রদান শুরু হয়। এদিন ব্লকের ঠাকুরনগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীর কয়েকজন ছাত্রীর হাতে কয়েকটি সাইকেল তুলে দিয়ে কর্মসূচির সূচনা করেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি। ছিলেন সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, মৎস দফতরের কর্মাধ্যক্ষ অঞ্জনা বৈদ্য ও ব্লকের সমাজ কল্যান আধিকারিক বিশ্বজিৎ ঘোষ প্রমুখ। বিশ্বজিৎবাবু জানান, এদিন ঠাকুরনগর বালিকা বিদ্যালয়ের দুই শতাধিক ছাত্রীর হাতে সাইকেল তুলে দেওয়া হয়েছে। নতুন বছরের (২০২৪) প্রাক্কালে নতুন সাইকেল পেয়ে অতিশয় খুশি স্কুল ছাত্রীরা।

এইডস্ রোগ প্রতিরোধ প্রচারাভিযানে ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী

নীরেশ ভৌমিক ঃ মারণ রোগ এইচ আই ভি দূরীকরণে উদ্যোগী হয়েছে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা কর্তৃপক্ষ। একাজে লাগানো হয়েছে লোকশিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের। প্রচারাভিযানে ডাক পেয়েছে ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচারের মূকাভিনয় শিল্পীগণ।

একাডেমীর কর্ণধার বিশিষ্ট মূকাভিনেতা চন্দ্রকান্ত শিরালী জানান, বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের আহ্বনে তারা চলতি মাসের ১৩ তারিখ থেকে ১৮ তারিখ অবধি জেলার মিনাখাঁ, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি ১ ও ২ ব্লকে মূকাভিনয়ের মাধ্যমে এইডস্ রোগ প্রতিরোধে মানুষজনকে সচেতন করার প্রয়াস চালাবেন।

ঠাকুরনগরে কম্বল প্রদান জনকল্যাণ সমিতির

নীরেশ ভৌমিক ঃ শীতের শুরুতেই এলেকার দরিদ্র মানুষজনের হাতে শীতবস্ত্র কম্বল তুলে দিলেন ঠাকুরনগরের দি জনকল্যাণ সোসাইটির সদস্যগণ। গত ১০ ডিসেম্বর রবিবার সমিতির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সমাজকর্মী অনুপম দে ও সম্পাদক এবং প্রধান শিক্ষক মৃণাল কান্তি বিশ্বাসের নেতৃত্বে সদস্যগণ এলেকার বেশ কয়েকজন অসহায় দুস্থ মানুষজনের হাতে শীতবস্ত্র কম্বল তুলে দেন। শুধু তাই নয়, ঠাকুরনগর ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে থাকা কয়েকজন ভবঘুরে মানুষের হাতেও ভালো মানের কম্বল তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এলেকার মানুষজন জনকল্যাণ সোসাইটির এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

গোবরডাঙার রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হল জৈব মেলা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোবরডাঙা জীব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির উদ্যোগে এবং রাজ্য জীবন বৈচিত্র্য পর্ষদ এর সহযোগিতায় গত ৮ ডিসেম্বর সাড়ম্বরে শুরু হল ১০ম বার্ষিক জীব বৈচিত্র্য সুরক্ষা মেলা। এদিন মধ্যাহ্নে স্থানীয় গবেষণা পরিষৎ এর সভাগৃহে আয়োজিত মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন জীব বৈচিত্র্য পর্ষদের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. হিমাদ্রী শেখর দেবনাথ, রাজ্য পঞ্চায়েত দফ্তরের স্পেশাল সেক্রেটারি শুক্তিসীতা দেবনাথ, দফ্তরের অবসর প্রাপ্ত আধিকারিক দিব্যেন্দু সরকার। বিজ্ঞানী অরুণনাভ কবিরাজ, বিজ্ঞান সেবক ড. সুনীল বিশ্বাস, সমাজকর্মী কালীপদ সরকার গোবিন্দলাল মজুমদার প্রমুখ। গবেষণা পরিষৎ এর সম্পাদক ও মেলা কমিটির আহ্বায়ক দীপক কুমার দাঁ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে মানব সম্পদ ও জীবন বৈচিত্র সম্পদ সুরক্ষা এবং সেই সঙ্গে পরিবেশ বান্ধব জীবন যাত্রা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে জল, মাটি, বাতাস, সহ সমস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে ডোবা, পুকুর সহ বিভিন্ন জনাশয় ইত্যাদি ভরাটের ক্ষতিকারক দিক্গুলি তুলে ধরেন বিশেষ সচিব শুক্তিসীতা ভট্টাচার্য জলাশয় ভারটা বৃক্ষ নিধনে জীব বৈচিত্র্যে মারত্মক ক্ষতি হয় বলে জানান। বক্তাগণ কৃষিতে ক্ষতিকারক রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে ফসলে জৈব সার ব্যবহার করার আহ্বান জানান, জৈব চাষে খরচও কম হয় বলে জানান। রেনেসাঁস অঙ্গনে তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত মেলায় গোবরডাঙা সেবা ফার্মাস সমিতি, ঝাড়গ্রামের ডেবরা বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, ইছাপুরের পাল এপিকালচারাল সেন্টার, বেড়ীগোপালপুরের রামনগরের কৃষক সংঘ ও মুর্শিদাবাদের জৈবিক খাদ্যখানার স্টলে মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ে। মেলা কমিটির কর্ণধার দীপক দাঁ বলেন, আজ পৃথিবী বিশ্ব উষ্ণায়নের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত। এ থেকে পরিত্রানের একমাত্র উপায় জৈব জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত হওয়া। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, ভেষজ ঔষধ সেবন, বন্য প্রানী পাখি, কীটপতঙ্গ রক্ষা করা। প্ল্যাস্টিক ক্যারিব্যাগ বর্জন, বৃক্ষরোপন, সবুজায়ন সহ জৈব প্রযুক্তিতে চাষ বাসের প্রচলন করার আহ্বান জানান বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী দীপক বাবু। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কৃষিজীবী ও পরিবেশ বান্ধব মানুষজন আলোচনায় অংশ নেন।

মন ভরানো হাসির শর্ট ফিল্মস্, ওয়েব সিরিজ দেখার জন্য স্ক্যান করুন আমাদের এই কোডে অথবা ইউটিউবে সার্চ করুন
www.youtube.com/@monalisafilms5673
বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সত্ত্বর যোগাযোগ করুন— ৯৭৩৩০৮৭৬২৬
মোনালিসা ফিল্মস্ বনগাঁ

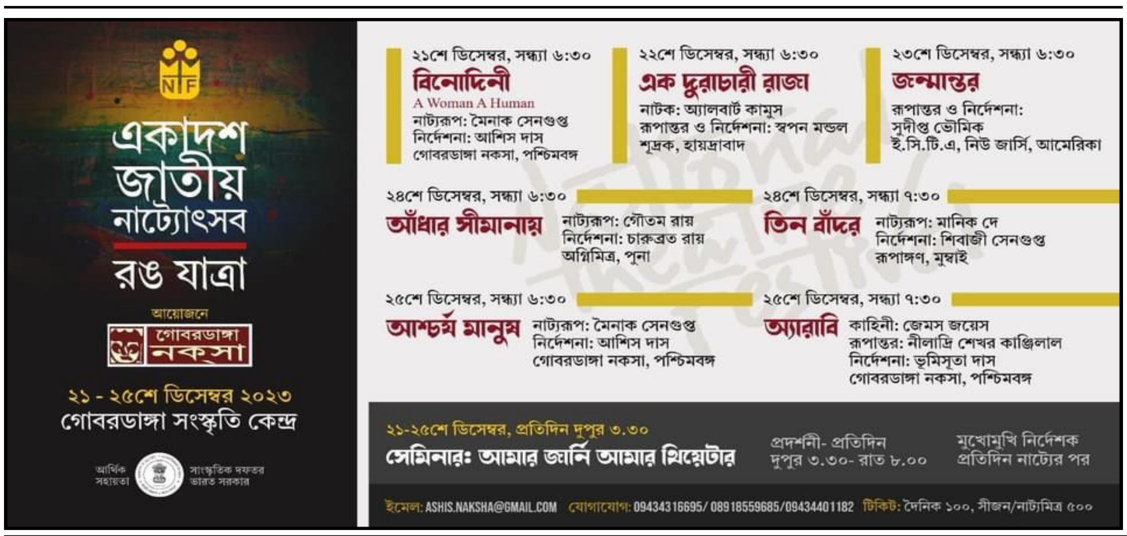

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্নিচারের জন্য Mob. : 9733087626
মোনালিসা ফার্নিচার

চাঁদপাড়া সোনালীর রাস উৎসবে কম্বল বিতরন ও নানা অনুষ্ঠান

সংবাদদাতা ঃ বিগত বৎসর গুলির মতো এবারও চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া সোনালী সংঘ আয়োজিত রাস উৎসব উপলক্ষে এলেকার দুস্থ অসহায় মানুষজনের মধ্যে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়। গত বুধবার ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কম্বল প্রদান অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদার, স্থানীয় চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মন্টু বিশ্বাস ও বিকাশ রায়, সমজকর্মী প্রবীর রায়, প্রণব সরকার, তুলসী ঘোষ ও শিক্ষক গৌতম সরকার ছিলেন, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষিক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ। ক্লাব সম্পাদক মনিমোহন মজুমদার উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান ও বরণ করে নেন। উদ্যোক্তরা এদিন উপস্থিত বিশিষ্টজনদের হাত দিয়ে বেশ কয়েকজন অসহায় দুস্থ মানুষজনের হাতে শীত বস্ত্র কম্বল তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। বিধায়ক স্বপন বাবু ও শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ ভৌমিক তাঁদের বক্তব্যে রাস উৎসবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন এবং সেই সঙ্গে উদ্যোক্তা সোনালী ক্লাবের সদস্যদের এই মহতী উদ্যেগকে সাধুবাদ জানান। ক্লাবের সদস্যদের আবেদনে সাড়া দিয়ে স্বপনবাবু তাঁর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে ক্লাব মাঠে একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ নির্মানের জন্য অর্থ বরদ্দ করবেন বলে আশ্বস্ত করেন। বিধায়কের এই আশ্বাসে অতিশয় খুশি ক্লাবের সকল সদস্যগণ। শেষ দিনের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রানুষ্ঠানে বহু মানুষের সমাগম ঘটে।

ঠাকুরনগরে কবি বিনয় মজুমদারের প্রয়াণ দিবসে সাহিত্য সংস্কৃতি অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিকঃ গত ১১ ডিসেম্বর ছিল কবি বিনয় মজুমদার এর ১৮ তম প্রয়াণ দিবস। দিনটিকে স্মরনীয় করে রাখতে দুদিন ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কবি বিনয় মজুমদার স্মৃতি রক্ষা কমিটি ও কবি বিনয় মজুমদার সাধারন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ। এদিন সকালে কবির বাসভবন প্রঙ্গনের শেষকৃত্য স্থলের স্মৃতি বেদী স্থলে প্রদীপ প্রজ্জ্বোলন করে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্ট কবি বিভাস রায় চৌধুরী, উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার পরিচালন কমিটির সভাপতি ও কবির অনুরাগী শিক্ষক গোবিন্দ ঘটক, গ্রন্থাগারের সম্পাদক বৈদ্যনাথ দলপতি, শিক্ষক অনুপম দে, অধ্যাপক সুবীর সেন, কবি বিনয় মজুমদার স্মৃতি রক্ষা কমিটির সম্পাদক শিবেন মজুমদার, অন্যতম সংগঠক শিক্ষক দীপক মিত্র, বিশিষ্ট কবি দীপক বালা প্রমুখ কবির অনুরাগিগণ।

সকলেই কবির শেষ কৃত্য স্থলে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। স্বাগত ভাষণে সভাপতি গোবিন্দ ঘটক সমবেত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন। কলকাতা সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তথেকে কবি ও সাহিত্যিকগণ কবি বিনয় এর স্মরণে আয়োজিত এদিনের সাহিত্য সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এদিন প্রখ্যাত নাট্যকার সুদীপ সিংহকে শুকচাঁদ সরকার পুরস্কার এবং ওপার বাংলার বিশিষ্ট কবি লেখক ও সমাজকর্মী সেঁজুতি বড়ুয়াকে একুশ সাহিত্য সম্মান এবং স্বনামধন্য লেখক ও চিত্রশিল্পী অধ্যাপক ড.বাসুদেব মণ্ডলকে বিনয় মেধা সম্মানে ভূষিত করা হয়। এদিন মঞ্চ থেকে চাকা সাহিত্য পত্রিকার ও আমার ছোঁয়া আমার গান পুস্তকের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন যথাক্রমে সেঁজুতি বড়ুয়া ও প্রবীণ সাংবাদিক বিপ্রতীপ দে। উপস্থিত কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠ করে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গান গেয়ে শোনান বিশিষ্ট কবি ও লেখক কেয়া দেবনাথ। কবির জীবন এবং বিভিন্ন রচনা ও কবির প্রতিভায় আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন কবি বিভাস রায় চৌধুরী অধ্যাপক সুবীর সেন ও ড. বাসুদেব মণ্ডল। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে কবির বিভিন্ন কবিতার ওপর লেখচিত্র প্রদর্শনী সমবেত মানুষজনের নজর কাড়ে। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে আগের দিন অনুষ্ঠিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীগণের হাতে আকর্ষনীয় পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উদ্যোক্তারা। সন্ধ্যায় পরিবেশিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিতে অনুষ্ঠানে বহু মানুষের সমাগম ঘটে।

সোনা ছুড়ে পাচারের চেষ্টা

প্রথমপাতার পর...

চোরাকারবারীরা বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ভারতের সীমান্তের বেড়ার উপর দিয়ে সোনা ছুড়ে পাচারের চেষ্টা করছিল। জওয়ানরা সীমান্তের সামনে বাংলাদেশের দিক থেকে ভারতের দিকে উদ্দেশ্য করে কিছু ছোড়ার শব্দ শুনতে পায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জওয়ান সেই স্থানে পৌঁছে ভারতের একটি বাড়ির উঠানে দুটি বাদামী রঙের টেপে মোড়ানো প্যাকেট পড়ে থাকতে দেখে। সন্দেহভাজন বাড়ির উঠানে একজন মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জওয়ানেরা। যেখান থেকে প্যাকেটগুলি ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল। বি.এস.এফ জওয়ানরা তাঁকে আটক করে। শুক্রবার আটক হওয়া সোনা ও ধৃত মহিলাকে পেট্রাপোল শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বিএসএফের পক্ষ থেকে।

সুপারভাইজারকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ

প্রথমপাতার পর...

ভোটে তৃণমূল পরাজিত হয়েছে, তার অন্যতম কারণ শংকর বাবুর ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ। পঞ্চায়েত প্রধান সুমনা দেবী বলেন, 'মানুষের ক্ষোভের কারণে সুপারভাইজারকে সরিয়ে দেওয়া হল। বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক কাজ সুপারভাইজার সঠিকভাবে রূপায়ন করতে পারছিল না। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারও ভালো ছিল না। সে কারণে তাকে সরে যেতে বলেছি। অভিযোগের বিষয়ে অবশ্য শঙ্কর বাবু বলেন, 'মানুষ না চাইলে আমি সরে যাব। বিধায়ক আমাকে কি বলেছেন না বলেছেন সেটা দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করব না।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

HALL MARK

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
বাটার মোড়, বনগাঁ	বাটার মোড়, বনগাঁ	মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)	(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)	বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

সবিতা অ্যাড এজেন্সি

বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...

M. 9474743020

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন— Mob. : 9733087626

টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**